



34808 - ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিগুলোতে যারা অর্থ হারিয়েছে তাদের জন্য দশটি উপদেশ

প্রশ্ন

ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানিগুলোতে যারা অর্থ হারিয়েছে তাদেরকে আপনি কী উপদেশ দাবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

১- মুসলমানের উচিত তার অর্থ হালাল ও বৈধ খাতে বিনিয়োগ করা; হারাম খাতে নয় এবং সংশয়পূর্ণ খাতগুলো থেকে বরিত থাকা।

২- অর্থ পরচালনা, বৃদ্ধি ও বিনিয়োগে শক্তিশালী ও আমানতদার এবং বিনিয়োগের নানা পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও ব্যক্তিকে নির্বাচন করা।

৩- মুদারাবা (অংশীদার বিনিয়োগ) ও বিনিয়োগের চুক্তি শরিয়তসম্মত হতে হবে, বাতিল ও হারাম শর্ত থেকে মুক্ত হতে হবে। তাই এমন কোনো চুক্তিতে প্রবেশ করা যাবে না যাতে মূলধনের গ্যারান্টি দেওয়া হয় কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দেয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। বরং আবশ্যিক হলো উভয় অংশীদারের লাভের শতকরা হার জানা থাকা।

৪- বিনিয়োগ পরচালনাকারী অংশীদারের উচিত মানুষের অর্থ পরচালনায় আল্লাহকে ভয় করা। সে যেন এ পরিমাণ অর্থ গ্রহণ না করে যা পরচালনা করার সক্ষমতা তার নাই এবং এমন কারো কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ না করে যার অর্থ সে ঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে পারবে না বলে সে নজি জানে। তাকে মুদারাবার শর্তবলি মেনে চলতে হবে। যদি মূলধনদাতা শর্ত করে যে নির্দিষ্ট দশে বিনিয়োগ করতে হবে, তবে তা অমান্য করা যাবে না। যদি নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের শর্ত দিয়ে তবে তা অতিক্রম করা তার জন্য জায়গে হবে না। মানুষের সাথে প্রতারণা করে প্রকৃতপক্ষে লাভ না হলেও লাভ হচ্ছে বলে ভান করা যাবে না। পুরোনো বিনিয়োগকারীদের লাভ নতুনদের মূলধন থেকে দেওয়া কবীরাহ গুনাহ হবে, যখন প্রকৃতপক্ষে তার এমন কোনো ব্যবসা নাই যাতে অর্থ বাড়বে। মানুষকে উচ্চ মুনাফার লোভ দেখানোও জায়গে নয়, যখন সে নিশ্চিতিভাবে জানে যে তার কাছে এমন কোনো ব্যবসা নাই যা এতটা লাভ দিতে পারবে।

৫- তাকে মানুষের অর্থের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজে দক্ষ এবং

অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দিতে হবে, যারা মানুষের কাছ থেকে গৃহীত এই অর্থগুলো বৃদ্ধি করতে সক্ষম।



ক্ষতি হলে করণীয়:

- মানুষের কাছে সততা ও আমানতদারতার সঙ্গে বাস্তব অবস্থা জানানো বিনিয়োগ পরচালনাকারীর উপর আবশ্যিক।
- যদি তার পক্ষ থেকে অবহেলা বা সীমালঙ্ঘন হয়ে থাকে তবে সে এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে এবং নজিরে অবহেলার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা নজিকেই বহন করতে হবে।
- মূলধনদাতার উচিত ক্ষতির ক্ষেত্রে আল্লাহর তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা, বিপদের তীব্রতা ও প্রভাব হ্রাস করার চেষ্টা করা এবং যতটুকু সম্ভব মূলধন উদ্ধার করার জন্য সকল বৈধ ও শরীয়তসম্মত উপায়ে চেষ্টা করা।
- তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি আর্থিকভাবে লোকসান পড়া মানুষকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া ও হতাশা থেকে রক্ষা করে। ফলে সে পাগল হয়ে যায় না, হার্ট অ্যাটাক করে না, আত্মহত্যা না করে; যমেনটি ধৈর্যহীন কিছু মানুষের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে।

লোকসানে পড়া ব্যক্তির নমিনোকত বাস্তবতাগুলো স্মরণ করা উচিত:

মানুষের নজিরে শরীর, সম্পদ, পরিবার বা সমাজের উপর যে বিপদাপদ আসে সেটা সর্ববৈ অকল্যাণ নয় যে এর জন্য ভেঙে পড়তে হবে। বরং সে যদি মুসবিতকে সঠিকভাবে গ্রহণ করে ও যথাযথ করণীয় করে তাহলে সেটা মুমনির জন্য কল্যাণকর। কারণ:

ক) সেটা তার জন্য কল্যাণকর। যমেনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মুমনির বসিয়টি আশ্চর্যজনক। তার সব পরিস্থিতিই কল্যাণকর; এটিকেই মুমনির জন্যই। সে সুখের কিছু পলে কৃতজ্ঞ হয়, তখন সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর কোনো দুঃখজনক কিছুতে আক্রান্ত হলে ধৈর্য ধরে, তখন সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।” [হাদীসটি মুসলিম (২৯৯৯)]

খ) হতে পারে এর মাধ্যমে আল্লাহ তার কল্যাণ চান। বুখারী (৫৬৪৫) বর্ণনা করেন: আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “আল্লাহ যার জন্য কল্যাণ চান তাকে দুঃখে-কষ্টে ফেলেন।”

হাফযে ইবনে হাজার বলেন: আবু উবাইদ আল-হারাওযী বলেন: অর্থাৎ আল্লাহ তাকে বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলেন যাতে করে এর জন্য তিনি তাকে প্রতিদিন দিতে পারেন।

গ) সম্ভবত আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। “যখন আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসেন তখন তাদেরকে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষায় পড়ে যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে তার জন্য রয়েছে ধৈর্যের প্রতিদান; আর যে ব্যক্তি অধৈর্য হয় তার জন্য রয়েছে অধৈর্যতার ফল।” হাদীসটির বর্ণনাকারীরা নরিভরযোগ্য।

সাখব্বারা রাদয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলছেন: “যাকো কিছু দয়ো হলো সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, বপিদে পড়লে ধরৈষ ধরে, যুলুম করে ফলেলে ক্ষমা চয়ে নেয়ে এবং জুলুমেরে শকার হলো ক্ষমা করে দিয়ে তাদরে জন্যই রয়ছে নরিাপত্তা এবং তারাই সঠকি পথপ্রাপ্ত।”[ত্বাবরানী হাসান সনদে বর্ণনা করেন][হাফযেরে কথা সমাপ্ত]

ঘ) আল্লাহ তাঁর কতিবো এমন পদ্ধতি বলছেন যা হৃদয়কে শান্ত করে, মনের কষোভে প্রশমতি করে। তা হলো ধরৈষ ধরা ও ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ বলা। এর সাথে আল্লাহ নিজেরে পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রতদিন দয়ো এবং ধরৈষশীল ও সওয়াব প্রত্যাশীর জন্য এমন নকী দয়োর কথা উল্লেখ করছেন যা দিয়ে তিনি তার মর্যাদা উন্নীত করবনে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদা; যা তিনি অচরিই বাস্তবায়ন করবনে। আল্লাহ বলেন:

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

“আর আপনি ধরৈষশীলদেরকে সুসংবাদ দনি। যারা বপিদে পড়লে বলে: নশ্চয় আমরা আল্লাহর মালকিনাধীন এবং নশ্চয় আমরা তাঁর কাছই ফরিযে যাব। তাদরে ওপর রয়ছে তাদরে রবেরে পক্ষ থেকে করুণাশী ও অনুগ্রহ। আর এরাই হদোয়তেপ্রাপ্ত।”[সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৭]

কুরতুবী বলেন: আল্লাহ তাআলা ‘ইসতিরজা’ এর শব্দগুলোকে তথা বপিদগ্রস্ত ব্যক্তির ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ বলাকে বপিদগ্রস্ত ও পরীক্ষার শকার ব্যক্তির জন্য শয়তান থেকে আশ্রয়স্থল ও সুরক্ষা বানয়িছেন; যাতো করে শয়তান বপিদগ্রস্ত ব্যক্তির উপর ভর করে তাকে মন্দ চিন্তার কুমন্ত্রণা দতি না পারে। যার মাধ্যমে শয়তান স্থরি জনিসিকে অস্থরি করে তুলবে এবং গোপন বিষয়কে প্রকাশ্যে নিয়ে আসবে। কারণ বপিদগ্রস্ত ব্যক্তি যখন কল্যাণ ও বরকতেরে পূর্ণ ভাব অন্তর্ভুক্তকারী এ শব্দাবলীর মাধ্যমে আশ্রয় চায় তখন সে ‘ইন্না লিল্লাহি’ (আমরা আল্লাহর) বলার মাধ্যমে আল্লাহর দাস হওয়া ও মালকিনাধীন হওয়ার স্বীকারোক্তি দিয়ে এবং মুসবিতটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটর স্বীকৃতি দিয়ে। মালকি তাঁর মালকিনাভুক্ত বস্তুতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারনে। আর ‘ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’ (নশ্চয় আমরা তাঁর কাছই ফরিযে যাব) এর মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হয় যে, আল্লাহই আমাদরেকে ধ্বংস করবনে, তারপর পুনরুত্থতি করবনে। তাই সূচনাতো হুকুম তাঁর, শেষেও তাঁর কাছই প্রত্যাবর্তন। এই কথার মাঝে আখরিতো প্রতদিন লাভের আশাও নহিতি আছে।

উল্লেখিত বিষয়বলি ছাড়াও এই দয়োর অন্যতম বরকত হলো দুনিয়ায় উত্তম প্রতদিন।

উম্মে সালামা রাদয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “যে মুসলমান বপিদে পড়ে বলে: ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, হো আল্লাহ! আমাকে এই বপিদে প্রতদিন দনি এবং এর বদলে উত্তম কিছু দনি’ আল্লাহ তাকে তার চয়ে উত্তম কিছু দনে।”

ঙ) বপিদাপদ গুনাহরে কাফফারা (প্রতীকার)। কারণ বুখারী ও মুসলমি বর্ণণতি আছে, আয়শো রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মুসলমানের উপর যবে কোনেও বপিদ আসুক নাকনে এমনকি যদি তা কাঁটার খোঁচাও হয়, আল্লাহ এর দ্বারা তার গুনাহ মাফ করে দনে।”[বুখারী ও মুসলমি হাদীসটি বর্ণণা করনে]

চ) খারাপ খবর শোনার প্রথম ক্ষণেই ধরৈযধারণ করা ও নজিকে সংবরণ করা কাম্য। উদাহরণস্বরূপ বনিয়োগ কোম্পানি ধসে পড়ার খবর পাওয়ার মুহূর্তেই। এই ধরৈযধারণ ব্যক্তিকে স্ট্রোক করা, হার্ট অ্যাটাক করা কথিবা মানসকিভাবে ও স্নায়ুবকিভাবে ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করবে। অধিকন্তু, যবে ধরৈযরে কারণে বান্দা নকৌ লাভ করে তা হলো প্রথম ধাক্কার সময়রে ধরৈয। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “প্রকৃত ধরৈয হলো প্রথম ধাক্কার সময়।”[হাদীসটি বুখারী (১২৩৮) ও মুসলমি (৯২৬) বর্ণণা করনে]

ইমাম নববী বলেন: হাদিসটির মর্ম হচ্ছো: পূর্ণ ধরৈযরে উপর বড় সওয়াব নরিভর করে। যহেতে পূর্ণ ধরৈয ধরার কষ্ট বশে।[সমাপ্ত]

ছ) বান্দা যদি বপিদরে মোকাবলোয় সঠিক আচরণ করতে পারে তখন সেই বপিদ তার জন্য নিয়ামত হয়ে যায়। কারণ সেই বপিদরে কারণে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করনে ও মর্যাদা বাড়িয়ে দনে।

অনকে সময় বড় বপিদ দয়োর মাধ্যমে আল্লাহ নিয়ামত দনে। আবার কিছু কিছু মানুষকে নিয়ামত দয়োর মাধ্যমে পরীক্ষা করনে।

জ) মুসলমানরে এই দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচতি যবে, সম্পদ হারানো আল্লাহ তাকে লাঞ্ছতি করার প্রমাণ নয়। স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্য উভয়টা পরীক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ বলেন:

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

“মানুষরে অবস্থা হলো: যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করনে এবং সম্মান ও নিয়ামত দনে, তখন সে বলে: “আমার রব আমাকে সম্মানতি করছেন।” আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করনে এবং তার রযিকি সংকুচতি করে দনে, তখন সে বলে: আমার রব আমাকে লাঞ্ছতি করছেন। কক্ষনো নয়”[সূরা ফজর: ১৫-১৬]

ঝ) একজন মুসলমিরে উচতি বপিদরে সময় আল্লাহর ঐ সকল নকে বান্দাদরে অনুসরণ করা যারা ইতিপূর্ববে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আইয়ুব আলাইহিস সালামরে ব্যাপারে বলেন: “এটা আমাদের পক্ষ থেকে রহমত” অর্থাৎ আমরা তার কষ্ট দূর করছি এবং তার ওপর যবে বপিদ ছিল তা সরিয়ে দিয়েছি, আমাদের দয়া ও অনুগ্রহে। “এবং ইবাদতকারীদের জন্য স্মরণিকা” অর্থাৎ যবে ব্যক্তি তার দহে, সম্পদে বা সন্তান-সন্ততির ক্ষেত্রে পরীক্ষায় পড়ে তার জন্য নবী আইয়ুব আলাইহিস সালামরে মধ্য আদর্শ রয়ছে। কারণ আল্লাহ তাকে এর চয়েও বড় পরীক্ষায় ফলেছিলেন,

কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরছিলেন ও সওয়াবের আশা করছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাকে মুক্ত দিলে।

ওয়ালীদ বনি আবদুল মালিকের কাছে একবার আবস গোটররে এক অন্ধ বৃদ্ধ এলেন। এক সন্ধ্যায় তিনি যখন তার কাছে বসলেন তখন ওয়ালীদ তাকে তার খোঁজখবর জিজ্ঞাসে করলেন?” লোকটি বলল: “হে আমরিল মুমিনি! এক রাত্রে আমি এমন অবস্থায় ঘুমলাম যে আবস গোটররে আমার চোখে বেশি সম্পদ, ঘোড়া, উট, সন্তান এবং সম্মান ও প্রভাবশালী কটে ছিল না। হঠাৎ এক বধিবংসী প্লাবন আমাদের ওপর আঘাত হানল। সেই স্রোত আমার পরিবার, সন্তান এবং ধন-সম্পদ সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গলে। আমাদের কাফলোয় অবশিষ্ট রইল কেবল এক নবজাতক শিশু, আর একটি অবাধ্য উটের বাচ্চা। আমি শিশুটির দিকে এগিয়ে গেলোম এবং তাকে কোলে তুলে নিলাম। এরপর সেই অবাধ্য উটটির পিছু ছুটলাম যটো দলছুট হয়ে গিয়েছিল। যখন আমি সটেকে ধরতে পারছিলাম না, তখন শিশুটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে উটটির পছেনে দৌড়লাম। হঠাৎ আমি শিশুটির চিৎকার শুনতে পেলোম; ফরিয়ে এসে দেখে নিকেড়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। এরপর আমি পুনরায় উটটিকে ধরার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যখনই আমি সটেকে কবজা করতে গেলোম, সটে তার পা দিয়ে আমার মুখে প্রচণ্ড এক লাথি মারল। এতে আমার দৃষ্টিশক্তি চলে গলে এবং আমি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেলোম। যখন আমার জ্ঞান ফরিল আমি ভাবলাম— সন্ধ্যায় আমি ছিলাম অটলে সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং গোটররে মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী; অথচ সকাল হতে না হতেই আমি রিক্তহস্ত হয়ে গেলোম। আমার চোখে দৃষ্টিশক্তি নাই। পাশে কোনো সন্তান বা পরিবার নাই, এমনকি কোনো সম্পদও অবশিষ্ট নাই। তবুও, এই পরিস্থিতির ওপর আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম (আলহামদুলিল্লাহ)।”

তখন ওয়ালীদ বললেন: “তাকে উরওয়া ইবনুল যুবাইরের কাছে নিয়ে যাও, যাত্রে সে জানে এই দুনিয়ায় এমন লোকও আছে, যত্রে তার চোখে বেশি বপিদে পড়েছে এবং আরও বেশি ধৈর্য ধরছে।”

কবি বললেন:

"যদি কখনো বপিদে পড়ো, তবে ধৈর্য ধরো সম্ভ্রান্তরে মত্রে। নিশ্চয় ধৈর্যশীলতা সর্বাধিক প্রজ্ঞাময়।

যদি কোনো সংকটে পড়ো, তবে নীরবতার পোশাক পরিধান করো (শান্ত থাকো)। নিশ্চয় এটাই সর্বাধিক নিরাপদ পথ।

কখনো সৃষ্টজীবের কাছে নিজের দুঃখের অভিযোগ করো না। এমনটি করলে অতি দয়ালু (আল্লাহ) সম্পর্কে এমন একজনকে কাছে অভিযোগ করছে যত্রে দয়া করতে জানে না।"

এমন কত বপিদ আছে যা বপিদগ্রস্তরে জন্য নিয়ামত হয়ে যায়! কতক বান্দার জন্য দারদ্র্য ও রোগই উত্তম। যদি সত্রে সুস্থ ও ধনী হত্রে তবে অহংকারী ও সীমালঙ্ঘনকারী হয়ে উঠত।

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ



“আল্লাহ যদা তঁর বান্দাদরে জন্য রযিকিকে প্রশস্ত করে দতিনে, তাহলে তারা যমীনে সীমালঙ্ঘন করত।”[সূরা শূরা: ২৭]

কবি বলেন:

"তুমি দুঃশ্চিন্তাগুলিকে এড়িয়ে চলো; সবকিছুই তাকদরিরে ওপর নরিভরশীল।

নকিটবর্তী সময়ে কল্যাণেরে সুসংবাদ গ্রহণ করো; যা তোমাকে অতীতেরে সব দুঃখ ভুলিয়ে দেবে।

হয়তো কোনও বিষয় তোমার কাছে এখন অপ্ৰীতিকর; কিন্তু পরণামে সেটাই হবে তোমার কাছে সন্তুষ্টিকর।

কখনও পথ হয়ে ওঠে প্রণালীর মত সংকীর্ণ; আবার কখনও মহাশূন্যেরে মত প্রশস্ত।

আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করেন; সুতরাং তাঁর ফয়সালার সামনে প্রতবাদী হয়ো না।

আল্লাহ তোমাকে অতীতে ভালো রেখে আসছেন; সুতরাং অতীতেরে ওপর ভিত্তি করে আগামীর প্রত্যাশা রাখো।"

এ) বনিয়োগ কেম্পানিগুলোর পতন মানতে এই নয় যে ব্যক্তির কাছে তার অর্থেরে কিছুই ফরিতে আসবে না। বরং হয়তো অর্থকে বা তার চয়ে বশে বা তার চয়ে কম ফরিতে আসতে পারে। আর যদি সব অর্থই নষ্ট হয়ে যায় তবুও এটা দুনিয়ার সমাপ্তি নয় বা সব আশার অবসান নয়। বরং ভবিষ্যতে আল্লাহ তাকে নতুন সম্পদ দিতে পারেন এবং যদি সে ধৈর্য ধরে তাহলে আল্লাহ তাকে এর বনিময় দবিনে।

৬- যে ব্যক্তি মিথ্যা তথ্য দিয়েছে, অন্যদেরকে অবাস্তব কিছু বুঝিয়েছে, প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করেছে অথবা নরিদষ্টি খাতে বনিয়োগেরে নামে মানুষেরে কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তারপর পতনশীল বনিয়োগ কেম্পানিতে করা ও লাভ নজিদেরে মধ্যে ভাগ করে নেয়ার কথা বলে ধোঁকা দিয়েছে, তাদেরে সবার ওপর আল্লাহর কাছে তওবা করা ওয়াজবি।

অনুরূপভাবে এমন ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যে মানুষেরে টাকা নিয়ে কথিবা তার বোন, মা বা স্ত্রীর সঞ্চিত অর্থ নিয়ে কী করতে যাচ্ছে তাদেরকে প্রকৃত অবস্থা না জানিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে নেমেছে। এছাড়া এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত, যে সুদরে উপর ঋণ নিয়ে এসব বনিয়োগ কেম্পানিতে ঢুকছে। আশা করি কেম্পানিগুলোর প্রকৃত অবস্থা উন্মোচতি হওয়ার মধ্যে মহান শিক্ষা ও গভীর উপদশে রয়েছে; এর থেকে শিক্ষা নেওয়া আবশ্যিক।

৭- যারা উপদশে দিয়েছেন এবং আগাই মানুষকে এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বনিয়োগ থেকে সতর্ক করেছিলেন, তাদেরে জানা উচিত যে, এমন অবস্থায় বদ্রূপ বা উপহাসেরে কোনও সুযোগ নাই। বরং তাদেরে উচিত সব উপায়ে বপিদ লাঘব করা, দুঃখ দূর করা এবং কষ্টগ্রস্তদেরে সহায়তা করা।

৮- ইসলামী দ্বীন এবং তার ওপর অবচিল সৎ লোকরো কোনে অবস্থাতই মথিযা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, বশ্বাসঘাতকতা, অব্যবস্থাপনা বা বপেরোয়া বনিয়োগেরে ফল বহন করবে না। বরং প্রত্যকে অপরাধী ও অবহলোকারী নজি নজি কৃতকর্মেরে দায় নজিই বহন করবে। অন্যরে ওপর তার ভুল, মূখতা, মথিযা বা প্রতারণার দায় চাপানো বধৈ নয়।

আল্লাহ বলনে: “কোনো বহনকারী অন্যরে বোঝা বহন করবে না।” আরও বলনে: “তোমরা যখন কথা বলবে, তখন ন্যায্য কথা বলবে।” আরও বলনে: “ন্যায়বচার করো; এটহি তাকওয়ার নকিটতম।” আরও বলনে: “ন্যায়রে ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতর্ষিঠতি হও।”

৯- ব্যবসায় লোকসান হলে হলে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করা ওয়াজবি। অর্থাৎ লোকসানের পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকে তা মূলধনের মালকিদরে মধ্যে বণ্টন করতে হবে। প্রত্যকেকে তার মূলধনের অংশরে অনুপাতে ভাগ দেওয়া হবে। অনাদায়ী ঋণ বা যে অর্থ এখনো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, তা মূল অংকের চয়ে কম মূল্যে ক্রয় করার মাধ্যমে দালালদরে এই হারামি বা নষিদিধ বাজার পরচালনা করা বধৈ নয়। কারণ, এতে একই সাথে 'রবাল ফাদল' (পরমাণগত সুদ) এবং 'রবাল নাসিয়া' (সময়গত বা বলিম্বতি সুদ)-এর সমন্বয় ঘটবে। আর সুদ অন্যতম কবরি গুনাহ।”

১০- মুসলমানদরে উচতি পরস্পরেরে প্রতী সহনশীল হওয়া। গাল-গালাজ, ঝগড়া-বিবাদ, স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, বাবা-মার অবাধ্য হওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা বা অন্যরে উপর আক্রমণ করার কোনো সুযোগ নহে।

সচ্ছল মুসলমানদরে উচতি তাদেরে সামর্থ্য অনুযায়ী দরদির, দুর্বল, এতমি, বধিবা, বৃদ্ধ এবং সীমতি আয়েরে লোকদেরে সাহায্য করা; যারা নজিদেদেরে ঘর, গাড়ি বিক্রি করে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়ে এই ক্ষতগ্রিস্ত বনিয়োগে টাকা ঢলেছেলি। এবং যতটা সম্ভব সেই সব দান-খয়রাতরে অর্থ উদ্ধার করা উচতি, যা অন্যায়ভাবে ও দাতাদেরে অনুমতি ছাড়া এসব বনিয়োগে ঢোকানো হয়েছিলি। কনেনা সেইসব অর্থ-সম্পদেরে দাবতি আওয়াজ তোলার মত লোক নহে।

মুসলমি আইনজীবীদেরে উচতি দুর্বলদেরে অধিকার আদায়ে সহায়তা করা, দানরে অর্থগুলো উদ্ধারে সওয়াবরে আশায় সবো দেওয়া, নরিদোষদেরে নরিদোষ প্রমাণ করা এবং দ্বীনী কল্যাণকামনা সহকারে পরামর্শ দেওয়া।

আমরা আল্লাহর কাছে দেয়া করছি, তিনি যনে বপিদগ্রিস্তদেরকে উত্তম বদলা দনে, তাদেরে ক্ষতির পরবির্তে এর থেকে উত্তম কিছু দান করনে এবং তাদেরকে ধৈর্য দান করনে। তিনিহি সর্বোত্তম রযিকিদাতা।